দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 3

080

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে হবে

খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন—'শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না, সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত'। এ কথাটি যেমন সত্য তেমন সত্য 'প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর' কথাটিও। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাক্ষেত্রে চরম কার্পণ্যের রূপ বিদ্যালয়গুলোর দৈন্যদশার প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুমিল্লা জেলার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত দৈন্যদশাগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া যাক। এসব স্কুল ঘরের চাল থাকলে বেড়া নেই আর বেড়া থাকলে টেবিল-বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, শিক্ষার নানা উপকরণ নেই। তার উপর রয়েছে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। প্রকাশ, কুমিল্লা জেলায় প্রায় তিনশ' প্রাধান শিক্ষক ও আড়াই হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে, কোন প্রকারে জোড়া-তালি দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো চলছে। এ সুযোগে কর্তব্যরত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক পালাক্রমে ক্লাস নিচ্ছেন ও স্কুলে অনুপস্থিত থাকছেন। এ অবস্থায় স্কুলে কতটুকু লেখাপড়া হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এ কুমিল্লায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার এহেন চরম অব্যবস্থা ও দুরাবস্থার ফলে ছাত্রদের ড্রপআউটের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। কুমিল্লা জেলার লোকসংখ্যা ৩৫ লাখেরও বেশী। এর মধ্যে ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। এদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নযোগ্য ছেলেমেয়েদের সংখ্যা প্রায় সোয়া লাখ হলেও ১৯৮৫ সালে এদের সংখ্যা পৌনে ৪ লাখে দাড়ায়। এবং একই বছরে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করে পৌনে ৩ লাখের মত। অর্থাৎ এক বছরে ড্রপআউটের সংখ্যা ১ লাখের মত।

এ বিপুল সংখ্যক ড্রপআউটের পেছনে অভিভাবদের আর্থিক সমস্যা প্রধান হলেও সরকারী পদ্ধতিতে যেসব চরম অব্যবস্থা বিদ্যমান তার পরিমাণও কম নয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোমলমতি শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে না পারাও এর অন্যতম কারণ। গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জরাজীর্ণ স্কুল ভবনগুলো বছরের পর বছর সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। এসব বিদ্যালয়ের শতকরা ২৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর বসার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। এ অবস্থায় তাদের মনে পড়াশোনার আগ্রহ সৃষ্টি হবে কি উপায়ে। তদুপরি রয়েছে শিক্ষকদের আগ্রহ ও দায়িত্ববোধের অভাব, উপযুক্ত মটিভেশন ও প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদনমূলক ও খেলাধুলার সুব্যবস্থা। দেশ স্বাধীনতার ১৫ বছর পরও আমরা কি প্রাথমিক পর্যায় থেকে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা দাবী করতে পারি না, যে ব্যবস্থা তৈরী করবে উন্নত চরিত্রের আগামীদিনের নাগরিক

—এম, জি, মাহফুজ